প্রথম আলো

তারিখ: 09 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

আয়ু বাড়লে নারীর স্কুলে যাওয়া বাড়ে

বিশেষ প্রতিনিধি ●

গড় আয়ু বাড়লে নারীর স্কুলে যাওয়া বাড়ে। গড় আয়ু বাড়লে পুরুষ শ্রমশক্তিও বাড়ে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক গবেষণায় এই তথ্য পাওয়া গেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিআইডিএসের বার্ষিক গবেষণা সম্মেলনের পঞ্চম কারিগরি অধিবেশনে এই গবেষণার তথ্য উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ফেলো মঈনুল হক। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন গত বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে শুরু হয়।

'হেলথ, এডুকেশন অ্যান্ড লেবার মার্কেট আউটকামস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক উপস্থাপনায় মঈনুল হক বলেন, জীবনের শুরুতে যদি জানা যায় একজন ব্যক্তি কত দিন বাঁচবে, তাহলে তার জন্য বিনিয়োগ কী হবে, তা-ও অনেকটা ঠিক হয়ে যায় এবং সম্ভাবনার অনেক দুয়ার খুলে যায়। গড় আয়ু ও স্কুলে উপস্থিতি বৃদ্ধির উপাত্ত পর্যালোচনা করে তিনি দেখেছেন, গড় আয়ু এক বছর বাড়লে নারীর স্কুলে থাকা শূন্য দশমিক ১১ থেকে শূন্য দশমিক ১৭ বছর বাড়ে। পুরুষের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। অন্যদিকে গড় আয়ু বাড়লে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বাড়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। তবে এটি ঘটে মূলত পুরুষের ক্ষেত্রে। একাধিক বিদেশি গবেষণা পর্যালোচনা এবং খানা আয়-ব্যয় জরিপ (২০১০) ও আদমশুমারি প্রতিবেদন (২০১১) বিশ্লেষণ করে তিনি এই তথ্য পেয়েছেন।

শ্রমশক্তিতে পুরুষের অংশগ্রহণ বাড়ায় গড় আয়ু

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত বিশেষজ্ঞ কানিজ এন সিদ্দিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এতে 'ডিজঅ্যাডভান্টেজড উইমেন অ্যান্ড এক্সেস টু হেলথ কেয়ার' শীর্ষক উপস্থাপনায় বিআইডিএসের জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো আনোয়ারা বেগম বলেন, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বৈষম্য, কিছু সাংস্কৃতিক চর্চা নারীর স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা। গ্রামাঞ্চলে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের মাত্র ২৬ শতাংশ গর্ভবতী নারী চার বা তার বেশিবার প্রসবপূর্ব সেবা পান। এ ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের নারীর মধ্যে পার্থক্য আছে। শহরের নারী এই সেবা বেশি পান।

প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষাবৃত্তির প্রভাব নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইডিএসের গবেষণা ফেলো [illegible]। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃত্তি না পাওয়া শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি। বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলও অন্যদের চেয়ে ভালো।

প্যানেল আলোচক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডিন অধ্যাপক সাবিনা ফায়েজ রশিদ বলেন, নারীর স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সামগ্রিক ও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে নিউট্রিশন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন রুখসানা হায়দার বলেন, পোশাকশিল্পে যুক্ত নারী শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য অংশ কিশোরী। তারা পুষ্টি ও শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতন নয়। তাদের সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে। অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে ইউনিসেফের পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রধান কার্লোস একোস্টা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল হামিদ বক্তব্য দেন।